শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ দা কে-

আকাশ

মুক্তমনা ও ভিন্নমত ফোরাম দুটোকে সব সময়ই একটি ফুলের দুটো পাপড়ি বলে জানি। আমেরিকার নির্বাচনকে ইস্যু করে ফোরাম দুটোতে যা ঘটেছে ও হচ্ছে, তা নিরপেক্ষ সাধারণ পাঠকের কাছে সত্যিই অপ্রত্যাশিত। যতদুর মনে পড়ে, এ নিয়ে শ্রদ্ধেয় ফতেমোল্লাহ, আবুল কাশেম ও সব শেষে ডঃ বিপ্লব, ফোরাম দুটোর সম্পাদক মন্ডলীর মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মধ্যখান থেকে কয়েকজন লেখক, ভিন্নমত সম্পাদক কুদ্দুস খান সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমনাত্নক লেখা দিয়ে রণাঙ্গনে অতিরিক্ত অস্ত্র সরবরাহের কাজটিই করেছেন। যে নন্দিনী, খান সাহেবের 'জয়ের ঔদ্ধত্য' লেখা সমর্থন করে তাঁর 'নিরপেক্ষতা' লেখায় অকারণে, কোন যুক্তি প্রমান ছাড়াই, নিরপেক্ষতা আর টলারেন্স শিখিয়ে আওয়ামী লীগের চৌদ্দ-গুষ্টি উদ্ধার করেছিলেন। এই নন্দিনীই তাঁর 'অভুত প্রেম' লেখায় একটা মিথ্যে অভিযোগ করে বসলেন খান সাহেবের ওপর। আমরা সেদিনও নিরপেক্ষ ছিলাম আজও আছি। যদি পারেন একবার হিসেব মিলিয়ে দেখবেন, বর্তমান জোট সরকারের আমলে কতজন জামাত- বি,এন,পির লোক মারা গেল আর কতজন আওয়ামী লীগারকে খুন করা হলো। আমারতো মনে হয় অতিরিক্ত টলারেন্সই আওয়ামী লীগের জন্য কাল-সাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আওয়ামী লীগকে বার-বার মরে-মরে প্রমান করতে হচ্ছে সে বেঁচে আছে।

আমেরিকায় বসবাস না করে আমেরিকা সম্মন্ধে কিছু লিখা ঠিক নয়, খান সাহেব এমন কথা কোথাও লিখেন নি। তিনি যা বলেছেন তা আমার মতে লোকালিটির আওতায় পড়ে। যেমনটি বলেছেন **Mark Smith** তাঁর লোকাল এডুকেশন বইটিতে। কোন সমাজ বা গোষ্টিকে, বা সেই সমাজের আচার আচরণ, ধর্ম-সংস্কৃতি আশা-আকাঙ্খা, পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়, সেই সমাজে জন্মগ্রহন বা বসবাস না করে, সমাজের আঞ্চলিক ভাষা না জেনে। একনাগাড়ে ৩৫ বছর বাঙ্গালীর সাথে ঘর সংসার করে, চাকুরী করে, এক ঘরে খেয়ে-দেয়ে, বসবাস করেও চেল্সী সেদিন বল্লো- আশ্চর্য, বাঙ্গালীদেরকে আজও আমার চেনা হলোনা, লন্ডনের বাঙ্গালীরা উনা কিং এর যায়গায় জর্জ গ্যালাওয়ের মত একটা ভন্ড-প্রতারককে ভোট দিয়ে পাশ করালো। আমি বল্লাম এরই নাম লোকাল পলিটিক্স। বিজয়োল্লাসে অনেক বন্ধু-বান্ধব কটাক্ষ করে দু-চারটি কথাও বলেছেন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে যারা জর্জ গ্যালাওয়েকে সমর্থন করিনি। কিন্তু তা ঐ সাময়িক কৌতুক পর্যায়েই ছিল। আমেরিকার অনেক জনগন ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেও, বুশকে বিশ্ব সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েও নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিজয়ী কেন করেছিল, খান সাহেব তার লেখায় বিষদ আলোচনা করেছেন। বৃটেনেও একই অবস্থা। আগামী নির্বাচনে বুশ, ব্লেয়ার কেউই থাকবেন না। বাঙ্গালীরাও দল বদলাবেন। প্রশ্ন হলো বুশ, ব্লেয়ারের জয় পরাজয়ে আমাদের বাঙ্গালীদের এমন কি ভরা-ডুবি হয়ে গেল যে আমরা আহত হবো, কিংবা এমন কি আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলাম যে বিজয়োল্লাসে নিজেরই ঘরের ভেতর

আতশবাজী খেলবো? বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেন জলে-তেলে (সেতারা হাসেমের ভাষায়) পরিণত হবে? মুক্তমনা নামটাকে নাস্তিকতার অপবাদ দিয়ে, ফোরামটাকে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের এজেন্ট আখ্যা দিয়ে, আজ সেতারা দিদির হাতে মোক্ষম সুযোগ এসেছে বিভাজনের। মানবতাবাদের পুজারিণী দিদি, বিভাজন নয়, ঐক্যের আহ্বান করুন। কে বলেছে জলে তেলে সম্পর্ক হয়না? সম্পর্ক হয়, কিন্তু জল ও তেল তখন জল আর তেল থাকেনা, নাম পরিবর্তন করে অন্য একটি নাম ধারণ করে। জল-তেলের সংমিশ্রনে ইংরেজদের রান্নাঘরে যে তরকারী তৈরী হয়, সেটা যেমন ইংরেজদের খাদ্যোপযোগী ক্বারী, বাঙ্গালীর ঘরে একই উপাদানের মিশ্রনে তৈরী হয় বাঙ্গালীর খাবার তরকারী। একের খাদ্য অন্যের ঘৃন্য বস্তু, অতচ চাহিদা মেটায় সমভাবে দু-পক্ষেরই। সৃষ্টির প্রক্রীয়ায় ভিন্নতার কারণ নিজ নিজ চাহিদা, পছন্দ, পরিবেশ ও সংস্কৃতি। অর্থের প্রয়োজনে ব্যবসা আর ব্যবসার প্রয়োজনে পুজির দরকার অবশ্যই। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থেই পুজিবদী দেশের সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্কের প্রয়োজন আছে। তবে সাম্রাজ্যবাদী, একনায়কতান্ত্রীক প্রক্রীয়ায় নয়, সমাজতান্ত্রীক ব্যবস্থায় নিজস্ব দেশীয় ও জাতীয় সংস্কৃতি, চাহিদা, ও প্রয়োজন মোতাবেক।

মুক্তমনা ও ভিন্নমত ফোরাম দুটোর গন্তব্য একই মোহনা, অন্তত আমারতো তা-ই মনে হয়। মানবতার পক্ষে আর ধর্মীয় রাজনীতি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়ীকতার বিরোদ্ধে ফোরাম দুটোর অবস্থান পরিস্কার ও সুদৃঢ়।

এবার দুটো কথা বলি আমার শ্রদ্ধেয় গুরু অভিজিৎ দা কে। কোনদিন দেখা নেই সাক্ষাত নেই। শিক্ষাগুরু নয়, ধর্মীয় গুরুও নয় তবুও গুরু। কেন, আমি জানিনা। দাদা বলে ডাকি, তাও কেন আমি বলতে পারবোনা। তাঁর লেখাগুলোই আমার মানসপটে তাঁর সাক্ষাত প্রতিকৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। অভিজিৎ দা, কম্যুনিষ্ট ও ইসলামিষ্টরা কতভাবে কতদিন অকারণে বাক্যবাণে আপনাকে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত করলো, একটা দিন অনুরুধ করেও আপনার দ্বারা প্রতিবাদ করাতে পারলাম না। পাহাড়সম হৃদয়ে সব সহ্য করে নিলেন। আর আজ কি-না আপনি ভিন্নমত থেকে আপনার সবগুলো লেখা মিটিয়ে দিতে অনুরুধ করেছেন। দাদাকে একটা প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের লেখার ইতি টানবো। ফুল কি কখনো পথিক বিবেচনা করে তার সুবাস বিলায়?